آيَاتُ عِلَاجِ النِّسْيَانِ

ভুলে যাওয়ার চিকিৎসার আয়াতসমূহ

সংকলন ও অনুবাদ: Raqi Hijbullah

মোট ৯টি অংশ · আরবি আয়াত ও সহজ বাংলা অর্থ

প্রতিটি শিরোনামের পাশে বন্ধনীতে লেখা আছে সেটি কতবার পড়তে হবে।

১ সূরা আল-ফাতিহা (৭ বার)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ ﴿١﴾ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٢﴾ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ ﴿٣﴾ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ ﴿٤﴾ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴿٥﴾ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ﴿٦﴾ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ﴿٧﴾

অর্থ

পরম করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে। সব প্রশংসা আল্লাহর, যিনি জগতসমূহের রব। যিনি পরম করুণাময়, পরম দয়ালু। যিনি বিচার দিবসের মালিক। আমরা শুধু আপনারই ইবাদত করি এবং শুধু আপনার কাছেই সাহায্য চাই। আমাদের সরল পথ দেখান — তাদের পথ, যাদের আপনি অনুগ্রহ করেছেন; তাদের পথ নয়, যাদের উপর আপনার গজব পড়েছে, আর তাদের পথও নয়, যারা পথভ্রষ্ট।

২ আয়াতুল কুরসি — সূরা আল-বাকারা : ২৫৫ (৭ বার)

اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ۚ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ ۚ لَّهُ مَا فِي
السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۚ يَعْلَمُ مَا
بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۖ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ ۚ وَسِعَ
كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ ۖ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ

﴿٢٥٥﴾

অর্থ

আল্লাহ — তিনি ছাড়া কোনো উপাস্য নেই; তিনি চিরঞ্জীব, সবকিছুর ধারক। তাঁকে তন্দ্রাও স্পর্শ করে না, ঘুমও না। আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই তাঁর। কে আছে, যে তাঁর অনুমতি ছাড়া তাঁর কাছে সুপারিশ করবে? মানুষের সামনে ও পেছনে যা কিছু আছে, সবই তিনি জানেন। তিনি যতটুকু চান তার বাইরে তাঁর জ্ঞানের কিছুই তারা আয়ত্ত করতে পারে না। তাঁর কুরসি আকাশ ও পৃথিবী জুড়ে বিস্তৃত, আর এ দুটোর রক্ষণাবেক্ষণ তাঁকে একটুও ক্লান্ত করে না। তিনিই সর্বোচ্চ, মহান।

৩ সূরা ইউসুফ : ৪২ (৭ বার)

وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمَا اذْكُرْنِي عِندَ رَبِّكَ فَأَنسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ
فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ ﴿٤٢﴾

অর্থ

দুজনের মধ্যে যার মুক্তি পাওয়ার কথা ইউসুফ মনে করেছিলেন, তাকে তিনি বললেন: “তোমার মনিবের কাছে আমার কথা বলো।” কিন্তু শয়তান তাকে তার মনিবের কাছে (ইউসুফের) কথা বলতে ভুলিয়ে দিল। ফলে ইউসুফ আরও কয়েক বছর জেলখানায় থেকে গেলেন।

৪ **সূরা আল-কাহফ : ৬৩ (৭ বার)**

قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ ۚ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا ﴿٦٣﴾

অর্থ

(মূসার) সঙ্গী বলল: “আপনি কি লক্ষ করেছেন? যখন আমরা পাথরের কাছে বিশ্রাম নিচ্ছিলাম, তখন আমি মাছের কথা ভুলে গিয়েছিলাম। শয়তানই আমাকে এর কথা বলতে ভুলিয়ে দিয়েছে। আর মাছটি আশ্চর্যভাবে সাগরে নিজের পথ করে নিয়েছিল।”

৫ **সূরা আন-নূর : ৩৫ (৩ বার)**

اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ ۖ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ ۖ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِن شَجَرَةٍ مُّبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَّا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ ۚ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ ۚ نُّورٌ عَلَىٰ نُورٍ ۗ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاءُ ۚ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٣٥﴾

অর্থ

আল্লাহ আকাশ ও পৃথিবীর আলো। তাঁর আলোর উদাহরণ হলো দেয়ালের একটি তাকের মতো, যাতে একটি প্রদীপ আছে; প্রদীপটি একটি কাচের আবরণের ভেতরে; কাচটি যেন একটি উজ্জ্বল তারকা। প্রদীপটি জ্বালানো হয় বরকতময় জয়তুন গাছের তেল দিয়ে, যা পূর্বমুখীও নয়, পশ্চিমমুখীও নয়। আগুন স্পর্শ না করলেও তার তেল যেন নিজেই আলো দিতে চায়। আলোর উপর আলো! আল্লাহ যাকে চান তাঁর আলোর দিকে পথ দেখান। আল্লাহ মানুষের জন্য উদাহরণ দেন। আর আল্লাহ সবকিছু জানেন।

৬ সূরা আল-আ'লা : ৮–১০ (৭ বার)

وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ ﴿٨﴾ فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرَىٰ ﴿٩﴾ سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ ﴿١٠﴾

অর্থ

আর আমি তোমার জন্য সহজ পথ সহজ করে দেব। সুতরাং উপদেশ দাও, যদি উপদেশ কাজে আসে। যে (আল্লাহকে) ভয় করে, সে উপদেশ গ্রহণ করবে।

৭ সূরা আল-ইখলাস (৩ বার)

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴿١﴾ اللَّهُ الصَّمَدُ ﴿٢﴾ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ﴿٣﴾ وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ ﴿٤﴾

অর্থ

বলো: তিনিই আল্লাহ, এক ও অদ্বিতীয়। আল্লাহ কারো মুখাপেক্ষী নন, সবাই তাঁর মুখাপেক্ষী। তিনি কাউকে জন্ম দেননি, কেউ তাঁকে জন্ম দেয়নি। আর তাঁর সমান কেউ নেই।

৮ সূরা আল-ফালাক (৩ বার)

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ﴿١﴾ مِن شَرِّ مَا خَلَقَ ﴿٢﴾ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ﴿٣﴾ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ ﴿٤﴾ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ﴿٥﴾

অর্থ

বলো: আমি আশ্রয় চাই ভোরের রবের কাছে — তিনি যা সৃষ্টি করেছেন তার অনিষ্ট থেকে, অন্ধকার রাতের অনিষ্ট থেকে যখন তা ছেয়ে যায়, গিঁটে ফুঁ দেওয়া জাদুকরদের অনিষ্ট থেকে, আর হিংসুকের অনিষ্ট থেকে যখন সে হিংসা করে।

৯ সূরা আন-নাস (৩ বার)

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ﴿١﴾ مَلِكِ النَّاسِ ﴿٢﴾ إِلَٰهِ النَّاسِ ﴿٣﴾ مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ ﴿٤﴾ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ ﴿٥﴾ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ﴿٦﴾

অর্থ

বলো: আমি আশ্রয় চাই মানুষের রবের কাছে, মানুষের মালিকের কাছে, মানুষের উপাস্যের কাছে — সেই কুমন্ত্রণাদাতার অনিষ্ট থেকে, যে (আল্লাহর নাম শুনলে) পিছিয়ে যায়; যে মানুষের অন্তরে কুমন্ত্রণা দেয় — জিনদের মধ্য থেকে হোক বা মানুষের মধ্য থেকে।

বাংলা অর্থ সহজ ভাষায় ভাবানুবাদ। আরবি লেখা ছাপানো বা সংরক্ষণের আগে একটি মুসহাফের সাথে মিলিয়ে নেওয়ার অনুরোধ রইল।